যুগান্তর

তারিখ 30 JAN 2014
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

# রাবি প্রশাসন ভবন ঘেরাও ভিসি দুই ঘণ্টা অবরুদ্ধ

**রাজশাহী ব্যুরো**

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) আজ ধর্মঘট ডেকেছেন শিক্ষার্থীরা। বিভিন্ন বর্ধিত ফি ও সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স কোর্স বাতিলের দাবিতে বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবন ঘেরাও কর্মসূচি থেকে এ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। প্রশাসন ভবনের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে শিক্ষার্থীরা অবস্থান নেয়ায় ভিসি দুই ঘণ্টা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেলা ১১টার দিকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কয়েক হাজার শিক্ষার্থী বিক্ষোভ মিছিল করে। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে প্রশাসন ভবনের সামনে এসে অবস্থান নেয়। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা প্রশাসন ভবনের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে অবস্থান করেন। এতে প্রায় দুই ঘণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন।

অবরোধ চলাকালে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন তাসলিমা তাহরিন, খালেদুল বাসার, সাজেদুল সাজু, শিরিন আক্তার, আশরাফুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, আবু সুফিয়ান, উৎসব মোসাদ্দেক, মিঠুন রায়, সোহান রেজা, প্রদীপ মাইনি প্রমুখ। এ সময় শিক্ষার্থীরা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটের ডাক দেন। তবে প্রশাসনিক কার্যক্রম ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহন চলাচল করবে বলে জানান তারা। এদিকে আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আবু নাসের, ফোকলোর বিভাগের শিক্ষক সুস্মিতা চক্রবর্তী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক কাজী মামুন হায়দার।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিন বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে প্রোভিসির নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছি। ওই কমিটি আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বসে তাদের দাবি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান তুলে ধরবে। যার মাধ্যমে একটি সমাধান আসবে বলে বিশ্বাস করি।

অপরদিকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের অবস্থান জানিয়েছে। বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে জনসংযোগ দফতর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ক্রমবর্ধমান হারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় বৃদ্ধির কারণে এ খাতে আদায়কৃত অর্থ ও বাজেট বরাদ্দ থেকে সামগ্রিক ব্যয় সংকুলান করা যাচ্ছিল না।

ফলে বর্তমানে পরীক্ষা খাতে পুঞ্জীভূত ঘাটতি দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা। কিন্তু এই ফিস বৃদ্ধির ফলে

## সান্ধ্যকোর্স ও বর্ধিত ফি বাতিল দাবি

বছরে আনুমানিক প্রায় ২৫ লাখ টাকা আদায় হতে পারে। এক্ষেত্রেও একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি বিষয়গুলো বিরাজমান বাস্তবতার সঙ্গে বিবেচনা করে ফি বৃদ্ধির সুপারিশ করে। সে সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স কমিটির মাধ্যমে বিবেচিত হয়ে সিন্ডিকেটে অনুমোদিত হয়। সম্প্রতি সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ৭টি বিভাগে বাণিজ্যিক সান্ধ্যকোর্স চালু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এছাড়া কয়েক বছর থেকে আইন অনুষদ ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে এই সান্ধ্যকোর্স চালু রয়েছে। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফি ও সনদপত্র উত্তোলনসহ বিভিন্ন প্রকার ফি পাঁচগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এসব বাতিলের দাবিতে শিক্ষার্থীরা ২৬ জানুয়ারি থেকে ক্যাম্পাসে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগে ঘোষিত ভর্তি ফি প্রত্যাহার এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্যকালীন কোর্সসহ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধ ফি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে প্রগতিশীল ছাত্রজোট। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সংগঠনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে।

বুধবার দুপুরে এ বিক্ষোভ মিছিল ও ঘেরাও কর্মসূচি পালন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে কলাভবনের সামনে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রগতিশীল ছাত্রজোটের সমন্বয়ক ফয়সাল ফারুক অভিক, ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি প্রবীর সাহা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন, ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি জোনার্দন দত্ত নান্টু এবং ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হাসান তারেক।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি এ ধরনের বৈষম্যমূলক ভর্তি ফি নির্ধারণ করা হয় তাহলে দরিদ্র শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগে ভর্তির জন্য ঘোষিত ১,৩৭,০০০ টাকা বাতিল এবং শিক্ষার সঠিক মান বজায় রাখতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্যকালীন কোর্সসহ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ ফি প্রত্যাহার করতে হবে।

এছাড়া ছাত্রমৈত্রীর কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক ফয়সাল ফারুক অভিক এবং যুগ্ম আহ্বায়ক ইকবাল কবির বর্ধিত ফি বাতিলের দাবিতে এক যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে নেতারা বলেন, দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আয়ের নামে ইউজিসি ২০ বছর মেয়াদি কৌশলপত্র বাস্তবায়নে তৎপর। সেই সঙ্গে ইউজিসির প্রস্তাবিত মাস্টার্স কোর্স সংকোচন করে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর তৎপরতা শিক্ষার মান সংরক্ষণে ব্যর্থ হবে। আমরা ইউজিসির এ ধরনের কার্যক্রমের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।